দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ১

তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখুন

আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী বহিষ্কারের ঘটনায় সব পরীক্ষা স্থগিত করা হইয়াছে। এই বিষয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারির ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, সিভিল বিভাগের দুই ছাত্রের বহিষ্কারের ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করিয়া রাখার জন্য আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। তবে ধারণা করা হইতেছে, দুই পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে বহিষ্কারের বিষয়টির সহসা সমাধান হইবে না। অন্যদিকে সব সেমিস্টারের পরীক্ষা স্থগিত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী তাহাদের ভবিষ্যৎ লইয়া অনিশ্চয়তায় রহিয়াছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটিয়াছিল ২৯ ডিসেম্বর দুই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায়, যাহার পরিণামে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল হইয়া উঠে। কর্তৃপক্ষ ঘটনা তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে উপরোক্ত দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। ইহার ফলে উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়া উহা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। এই ব্যাপারে উভয় পক্ষের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হউক আর না হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাসময়ে পরীক্ষা কিংবা শিক্ষাকার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখার মতো পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখিতে চায় সবাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা উপযোগী শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠার দাবিটি পুরনো। এই দাবির সপক্ষে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু দেশবাসীর প্রত্যাশার বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশৃঙ্খলা, উত্তেজনা, অস্থিরতা এবং শিক্ষাকার্যক্রম স্থগিত হওয়ার মতো ঘটনা আর কতকাল ঘটিতে থাকিবে? আরো উদ্বেগের বিষয় হইল, এই ধরনের পরিস্থিতি শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত নহে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও ছড়াইতেছে।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটিয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সরকারি দলের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের সদস্যদের অবাঞ্ছিত ভূমিকায় বিব্রত বোধ করিয়াছে সরকার। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাহাদের কার্যক্রম স্থগিত করা হইয়াছে। কিন্তু কথায় কথায় শিক্ষার্থীদের উত্তেজিত হইয়া বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি বা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটাইবার প্রবণতা যেন কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করা যাইতেছে না।

শিক্ষার অন্যতম বিষয় হইল নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পেশীশক্তি প্রদর্শনের জায়গা নয়। ইহা জ্ঞান চর্চার জায়গা। চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের জায়গা। দুর্জন হইবার জন্য ডিগ্রি অর্জনের কোন প্রয়োজন নাই। ইত্তেফাকের রিপোর্টে সাজাপ্রাপ্ত একজন ছাত্রের ঢাকা মেডিক্যাল থেকে আহত হওয়ার ভুয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রদানের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। জালিয়াত, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি আর মারামারি করিবার জন্য কোন অভিভাবক তাহাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠায় না। আমাদের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভাল। তাহারা লেখাপড়া শেখার জন্যই এইসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-ছাত্রী অনেক ক্ষেত্রে বাইরের মদদপুষ্ট হইয়া গোলমাল বাধাইয়া গোটা পরিস্থিতিকে নাজুক করিয়া তুলিতে সাহায্য করে।

আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তদন্ত করিয়া যে দুইজন ছাত্রকে তিন সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে সেই সিদ্ধান্ত আমরা কার্যকর দেখিতে চাই। আইন-শৃঙ্খলাহীন শিক্ষা-কার্যক্রম চালাইবার কোন যৌক্তিকতা আমরা দেখি না।